রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ২৮, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কর্মসংস্থান শাখা-১

অফিস আদেশ

তারিখঃ ১৬ জুলাই ২০১৫

নং ৪৯.০০৩.৫১৪.০০.১৫৯.২০১০-৪৩৫—স্বীকৃত নিয়মানুযায়ী বিদেশী নিয়োগকর্তা/কোম্পানী বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট দেশের মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশী কর্মী নিয়োগের অনুমতি লাভের পর রিক্রুটিং এজেন্টকে কর্মী নিয়োগের চাহিদাপত্র ও ক্ষমতাপত্র প্রদান করে থাকে। এছাড়া কোনো কোনো দেশের নিয়মানুযায়ী নিয়োগকর্তা/কোম্পানীর অধীনে বিদেশী কর্মী নিয়োগের নিমিত্ত পূর্বে বাছাইকৃত কর্মীর নামে এন্ট্রি ভিসা ইস্যু করা হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বিদেশে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত কর্মীদের নামের তালিকা ও পাসপোর্টের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনেক আগেই বিদেশী নিয়োগকর্তা/কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করতে হয়। এ সকল কাজের প্রক্রিয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সির পাশাপাশি বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরাও সম্পৃক্ত থাকেন বিধায় কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার্থে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' এর ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী নিবন্ধিত কর্মীর তালিকা (ডাটাবেজ) হতে কর্মী নিয়োগের বাধ্যবাধকতার শর্ত উক্ত আইন গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০১৩ হতে ৬ (ছয়) মাস (অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত) শিথিল করে অফিস আদেশ নং ৪৯.০০৩.৫১৪. ০০.১৫৯.২০১০-১৮৩, তারিখঃ ১৩-০৪-২০১৪ জারী করা হয়। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উক্ত আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া কর্মীদের অনুকূলে ২৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের পরও বৈদেশিক কর্মী নিয়োগকারী বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত ভিসা অথবা প্রবেশ অনুমতিপত্র (এন্ট্রি ভিসা) এবং নিয়োগকারী

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

কোম্পানীসমূহের চাহিদাপত্র ও ক্ষমতাপত্র পাওয়া যাচ্ছে। ঐরূপ চাহিদাপত্র, ক্ষমতাপত্র ও প্রবেশ অনুমতিপত্র/ ভিসার ভিত্তিতে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিয়োগানুমতি চেয়ে আবেদন করছে। বিদেশ গমনেচ্ছু এবং 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' জারী হওয়ার পূর্বে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া বাংলাদেশের দরিদ্র কর্মীদের স্বার্থ মানবিক কারণে বিবেচনাক্রমে উক্ত আইনের ১৯ ধারার (৩) উপধারার শর্ত শিথিলের মেয়াদ বৃদ্ধি করে এরূপ কর্মীদের অনুকূলে নিয়োগানুমতি প্রদান করা প্রয়োজন।

২। বর্ণিত অবস্থায়, 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান অসুবিধা দূর করার স্বার্থে উক্ত আইনের ১৯ ধারার (৩) উপধারার শর্ত শিথিলের মেয়াদ উক্ত আইন গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে বৃদ্ধি করে ৬ (ছয়) মাসের স্থলে ২ (দুই) বছর অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' এর ৪৫ ধারা মোতাবেক এ আদেশ জারী করা হলো।

৩। উক্ত আইন গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর হতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এ আদেশের আওতায় সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৪। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

মোসাঃ রাবেয়া বসরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd.